৭ জুন, ২০২২	*এখানে উল্লেখিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাবমাত্র, যারা ইতিমধ্যে উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন তাদের নামের পাশে 'নিশ্চিত' উল্লেখ করা হয়েছে*
ওয়েবিনার শিরোনাম	**জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচি: বাংলাদেশের কৌশল ও চ্যালেঞ্জ**
উদ্দেশ্য	অংশীজনদের মতামত তুলে ধরা, বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তা কমতে থাকার বাস্তবতায় রোহিঙ্গা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়ে নাগরিক সমাজ নেতৃবৃন্দের মতামত তুলে ধরা।
উদ্দেশ্য তারিখ ও সময়	১৫ জুন ১১:০০ থেকে ১৩:৩০ পর্যন্ত। সর্বমোট ১৫০ মিনিট। ওয়েবিনারের ২৪ ঘণ্টা আগে আমন্ত্রিতদের জুম লিঙ্ক প্রদান করা হবে।
ভাষা	ওয়েবিনারের সাধারণ ভাষা বাংলা। কিন্তু বিদেশি অতিথিবৃন্দ ইংরেজিতে কথা বললে তা অনলাইনেই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশিদের জন্য বাংলা বক্তৃতা ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে।
আয়োজনে	**সিসিএনএফ** এবং **কোস্ট**
প্রচারণা	অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে এবং পুরো অনুষ্ঠানটির ভিডিও ধারণ করা হবে। নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলোর উপর ছোট ছোট ভিডিও নির্মাণ করে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১৬ থেকে ১৯ জুন প্রচার করা হবে। উল্লেখ্য, ২০শে জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবস।
পটভূমি	মায়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের ফলে বাস্তুচ্যুতির শিকার রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়ে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ লাখ, যাদের প্রায় অর্ধেকের বেশি ২৫ বছরের কম বয়সী। প্রতি বছর প্রায় ৩৫ হাজার শিশুর জন্ম হচ্ছে। তারা উখিয়া, টেকনাফ ও ভাসানচরের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছেন। অতি ঘনবসতি এসব শিবিরের একটি বড় সমস্যা; এক কিলোমিটার এলাকায় প্রায় ৪০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাস করে। শিবিরগুলোতে সরকার মিয়ানমারের পাঠ্যক্রমে কিছু স্তরের শিক্ষার অনুমতি দিয়েছে, এবং সীমিত আকারে জীবিকা বিষয়ক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে আসা তহবিলের সিংহভাগ (৮০%) আসে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার মাধ্যমে। পুরো কর্মসূচি–ত্রাণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়। আরআরআরসি'র নেতৃত্বাধীন রোহিঙ্গা শিবিরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়াবলী সমন্বয় করছেন ক্যাম্প ইনচার্জ বা সিআইসিবৃন্দ। এটা এখন অনুমান করাই যায় যে, রোহিঙ্গা সংকটটি একটি দীর্ঘায়িত সংকটে পরিণত হয়েছে, এখন পর্যন্ত বাস্তবতা বিবেচনায় অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যাবাসনের খুব কম সম্ভাবনাই রয়েছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সংকটের কারণে রোহিঙ্গা সংকটে অর্থ সহায়তা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলোও বিষয়টির রাজনৈতিক সমাধান, তথা রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশ বলে জানিয়েছে। এ নিয়ে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বেশকিছু নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি উদ্বেগজনক। অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি এবং মানবপাচারের কিছু পরিস্থিতিও উদ্বেগ তৈরি করছে। কোনো কোনো মহল ধর্মীয় উগ্রবাদের সম্ভাব্য উত্থানের কথাও বলছেন। সরকার কক্সবাজারে উচ্চাভিলাষী বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার শহর ও জেলাকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী কক্সবাজারে ৩৩ বিলিয়ন ডলারের ৭০টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং নীতি প্রনয়ণকারী অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গাদের মধ্যকার বিদ্যমান উত্তেজনার বিষয়ে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

	রোহিঙ্গা কর্মসূচির পরিচালনা ব্যয় কমানো এবং এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর টেকসই সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, সিসিএনএফ এবং স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওসমূহ রোহিঙ্গা কর্মসূচির স্থানীয়করণের জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। এই প্রচারাভিযানের মৌলিক ভিত্তি গ্র্যান্ড বর্গেইন (২০১৬) প্রতিশ্রুতি, চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫) এবং প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ (২০০৭)। জাতিসংঘ এবং আইএনজিওর বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা আছে, তাদের কার্যক্রম মনিটরিং, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং তহবিল সংগ্রহের মধ্যেই সীমিত হওয়া উচিত, মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিবে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলিকে। রোহিঙ্গা কর্মসূচির উপর জাতিসংঘ একটি লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলো। ইউএনডিপি এবং আইএফআরসি'র নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্সে ছিলো অক্সফাম, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউএনএইচসিআর, ইউকেএআইডি এবং সিসিএনএফ। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ঐকমত্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ ২০২১ সালে এই সেই রোডম্যাপটি প্রকাশ করে। সিসিএনএফ স্পষ্ট ভাষায় সবসময়ই উল্লেখ করেছে যে, স্থানীয়করণ চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, তারা উল্লেখিত রোডম্যাপটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। সিসিএনএফ রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিতে হবে। সিসিএনএফ সরকার, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্কে বিশ্বাস করে। আগামী ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবস, দিবসটি উপলক্ষে সিসিএনএফ এই ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও জাতীয় নাগরিক সমাজ প্রতিনিধিবৃন্দের পাশাপাশি জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
পদ্ধতি	সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ব্যতীত অন্যান্য বক্তাবৃন্দ বক্তৃতা বা মন্তব্য উপস্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ ২ মিনিট সময় পাবেন। আমরা অতিথিবৃন্দকে অনুরোধ করবো তাঁদের বক্তৃতা সর্বোচ্চ ৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। আমরা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকেও বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাব, ১ মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা বা মন্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে হয়ত আমরা আবারও বিশেষ অতিথিবৃন্দের কাছে ফিরে আসবো। আমরা সকলকে অনুরোধ করবো বক্তৃতা ও মন্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সৌজন্য বজায় রাখার জন্য, বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি ও অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক ও অমর্যাদাকর কোনও কিছু না বলার জন্য অনুরোধ থাকবে। আমাদের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য একটি ইতিবাচক উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে। আমরা অতিথিদের জন্য আলোচনার নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করতে চাই, আমরা এই বিষয়ে অতিথিদের সাথেও যোগাযোগ করবো। সবার বক্তৃতার ভিডিও রেকর্ড করা হবে এবং পরবর্তিতে ইংরেজি সাবটাইটেলসহ চূড়ান্ত ভিডিওগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১৬ন জুন থেকে ২০ জুন পর্যন্ত প্রচার করা হবে।
প্রধান অতিথি	**কে এম তরিকুল ইসলাম,** মহপরিচালক, এনজিও বিষযক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (নিশ্চিত)
বিশেষ অতিথি ১	**শাহ্ নেওয়াজ হায়াত,** শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবসন কমিশনার
বিশেষ অতিথি ২	**মো. মামুনুর রশিদ,** জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
সম্মানিত অতিথি	**জোহানেস ভ্যান ডার ক্লো,** বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি (নিশ্চিত)
আমন্ত্রিত অতিথি	**আলহাজ্ব হামিদুর রহমান,** উপজেলা চেয়ারম্যান, উখিয়া
আমন্ত্রিত অতিথি	**অর্জুন জৈন,** সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, আইএসসিজি
সভাপতি	**শিরীন হক,** নারীপক্ষ (নিশ্চিত)
সম্মানিত বক্তাবৃন্দ	• **শিউলি শর্মা,** জাগো নারী-নারী ও কিশোরীদের জীবিকা এবং নিরাপত্তা • **মো. হেলাল উদ্দিন,** অগ্রযাত্রা- উখিয়া ও টেকনাফের ভূমি ও পানি সম্পদের উর্বরতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায়

	• **আরিফুর রহমান**, ইপসা–যুব সমাজকে মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা কর্মসূচিতে ইতিবাচকভাবে সম্পৃক্ত করণ • **বিমল দে সরকার**, প্রধান নির্বাহী– মুক্তি কক্সবাজার ও কো– চেয়ার সিসিএনএ– অর্থসহায়তার স্বচ্ছতা ও সর্বনিম্ন খরচে রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়ন • **মাহাদি মোহাম্মদ**, এনআরসি–স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর ভূমিকা • **মাহিন চৌধুরী**, সেভ দ্যা চিলড্রেন– স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিক্ষাখাতে করণীয় (নিশ্চিত) • **ইয়াং চেং**, এনজিও প্লাটফরম– ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এনজিওগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায় • **রিচেল থম্পসন**, ডিসিএ–কক্সবাজারে কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিওগুলোর চ্যালেঞ্জ: এনজিও ব্যুরো, জেলা প্রশাসন এবং আরআরআরসি অফিসের সম্ভাব্য ভূমিকা • **রাজন ঘিমিরে**, এমআই–স্থানীয় এনজিওগুলোর সক্ষমতার উন্নয়ন (নিশ্চিত) • **গওহর নঈম ওয়ারা**– শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে করণীয় • **আসিফ মুনীর**, অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি বিশেষজ্ঞ– প্রযুক্তি ও দক্ষতা হস্তান্তর (নিশ্চিত) • **একেএম জসিম উদ্দিন**, এডাব– টেকসই ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিকাশ • **ইউনিসেফ প্রতিনিধি:** রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম এবং চ্যালেঞ্জসমূহ • **দিলরুবা হায়দার**, ইউএনওমেন– রোহিঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণ (নিশ্চিত) • **আবু মুর্শেদ চৌধুরী**, নির্বাহী পরিচালক পালস এবং কো– চেয়ার– সিসিএনএফ– লবণ বা শুঁটকি মাছসহ স্থানীয় অর্থনীতিতে রোহিঙ্গা কর্মসূচির সমন্বয় • **শেলিয়া গ্রুডাম**, ডব্লিউ এফপি– খাদ্য বিতরণ ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ (নিশ্চিত) • **ইজাতুল্লাহ মাজিদ**, ইউনিসেফ কক্সবাজার– রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইউনিসেফের পরিকল্পনা
সঞ্চালনায়	রেজাউল করিম চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর আলম, সিসিএনএফ
যোগাযোগ	reza.coast@gmail.com, মোবাইল +৮৮০১৭১১৫২৯৭৯২; Jahangir.coast@gmail.com , মোবাইল +৮৮০১৭১৩৩২৮৮২৭
ওয়েবসাইট	www.cxb-cso-ngo.org , www.coastbd.net